

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

75612 - বোবা ধরা কী?

প্রশ্ন

আমরা অনেকে সময় “জাছুম” (বোবা ধরা) এর কথা শুনতে থাকি যি, সে একটি জ্বনি; কউে নামায বা অন্য কোন ইবাদত ছড়ে দলিে সে জ্বনি মানুষেরে বুকরে উপর চপে বসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সুন্নাহ-তে এমন কছির উল্লেখ আছে কি? নাকি এটি কুসংস্কার ও রূপকথা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

জাছুম হচ্ছে কাবুস (বোবা ধরা); যা ঘুমেরে মধ্যে মানুষেরে ওপর ভর করে।

ইবনে মানযুর বলেন:

الجُّثَامُ (জুছাম) ও الجَّثُومُ (জাছুম): الكَابُوسُ (কাবুস), যা মানুষেরে উপর চপে বসে।... ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষেরে ওপর যা পতি হয় সটোক বলা হয় “الجَّثُومُ” [লসিনুল আরব (১২/৮৩)]

তনি আরও বলেন:

الكَابُوسُ (কাবুস): রাতেরে বলোয় ঘুমন্ত ব্যক্তিরে ওপর যা পড়ে। বলা হয়: এটি খাঁচুনহিওয়ার সূচনা। কোন কোন ভাষাবদি বলেন: আমার ধারণায় এটি আরবী নয়; বরং সটোক বলা হয়: النَّيْدَانِ। আর তা হচ্ছে- البارُوكُ (বারুক) ও الجَّثُومُ (জাছুম) [লসিনুল আরব (৬/১৯০)]

দুই:

জাছুম কখনও শরীরেরে কোন অঙ্গগত বৈয়কি কারণেও হতে পারে; যমেন কোন খাবার বা ঔষধেরে প্রভাবে। আবার কখনও

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জ্বনিরে প্রভাবেও হতে পারে। প্রথমটির চিকিৎসা শঙ্কিগা লাগানো, খারাপ রক্ত বের করা, খাবার কম খাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টির চিকিৎসা কুরআনে কারীম ও যকিরি-আযকারের মাধ্যমে।

ইবনে সিনা তাঁর চিকিৎসা গ্রন্থ “আল-ক্বানুন” এ বলেন:

“কাবুস পরচ্ছদে:

এটাকে “খানক্বে” ও বলা হয়। আরবীতে কখনও কখনও “জাছুম” ও “নদিলান”ও বলা হয়।

এটি এমন এক রোগ যার কারণে মানুষ ঘুমে প্রবশেকালে অনুভব করে যে, ভারী কাল্পনিক কিছু তার উপরে পড়ছে। তাকে চাপ দিচ্ছে, তার নঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে। যার ফলে তার শব্দ আটকে যাচ্ছে, সে নড়াচড়া করতে পারছে না। যেন সে শ্বাস আটকে মারা যাবে। যখন এই অবস্থা কটে যায় তখন আচমকা জগে ওঠে। এটি তিনটি রোগের সূচনা: খঁচুনি, স্ট্রোক করা কথিবা ম্যানিয়া; যদি এটি বিভিন্ন পদার্থের জট পাকানোগত কারণে হয় এবং কোন অবৈষয়িক কারণে না হয়।”[সমাপ্ত]

একই ধরনের কথা আধুনিক ডাক্তারেরাও বলেন। ড. হাস্সান শামছী পাশা কাবুসকে দুইভাগে ভাগ করছেন: অস্থায়ী কাবুস ও পুনরাবৃত্তমূলক কাবুস। প্রথম প্রকারটি বৈষয়িক কারণে ঘটে। আর দ্বিতীয়টি জ্বনিরে প্রভাবে ঘটে।

তিনি তাঁর “আন-নাওম ওয়াল আরাক্ব ওয়াল আহলাম” গ্রন্থে বলেন:

১। অস্থায়ী কাবুস:

দুটো কারণে ঘটে থাকে:

ক. ঘুমে প্রবশেকালে শ্বাসনালীতে কিছু বাষ্প জমে সটো মস্তস্কিরে দকি উঠতে থাকা কথিবা মস্তস্কিক থেকে বাষ্প এক ধাপে নীচে নামা। তখন আক্রান্ত ব্যক্তির নড়াচড়া ও কথা বলায় ভারী অনুভূত হয় কথিবা ভয় অনুভূত হয়। এটি স্নায়ুবিক খঁচুনি সূচনা। আবার কখনও মানসিক প্রসোরের কারণেও ঘটতে পারে।

খ. কিছু কিছু ঔষধ সেবনের কারণেও কাবুস ঘটতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

(i) Arazrabine

(ii) Beta blockers

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(iii) Lifod B

(iv) Antidepressants

(v) valium এর মত অস্থিরতা দূরকারী ঔষধ খাওয়া হঠাৎ বন্ধ করার পর।

২। পুনরাবৃত্তিমূলক কাবুস: এ ধরনের কাবুস প্রমাণ করে যে, মানুষের ওপর দুষ্টি আত্মাগুলো আছর করেছে এবং মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে।”[সমাপ্ত]

সারকথা: জাছুম-ই হলো কাবুস। এটি কুসংস্কার বা রূপকথা নয়। বরং এটি বাস্তব সত্য। এটি বিৈয়কি কারণে ঘটতে পারে।  
আবার জ্বনিরে প্রভাবেও ঘটতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।